সমকাল

তারিখ 08 MAR 2018
পৃষ্ঠা 2 কলাম

অভিন্ন প্রশ্নে আর পরীক্ষা নয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে আর কোনো পাবলিক পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১২টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এ সিদ্ধান্তে এসেছে মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানরা বলছেন, আগে প্রতিটি বোর্ডে আলাদা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হতো। এতে কোনো বোর্ডে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও তাতে সারাদেশে কোনো প্রভাব পড়ত না। কিন্তু চলতি বছর মাধ্যমিকে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে বোর্ডগুলোকে। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে অনেক।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষাবিদদের পরামর্শে সারাদেশে একই মানের পরীক্ষা নিশ্চিত করতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে গত বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে কুমিল্লা বোর্ডে ফল বিপর্যয়ের পর অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী এবার মাধ্যমিকে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে আগামীতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দুটি বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে প্রশ্ন ফাঁস ঠেকানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বেশ কিছু প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফাঁস ঠেকাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ সিদ্ধান্ত

বৈঠকে আগামী ২ এপ্রিল থেকে সারাদেশে শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাটিই বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে নেওয়া যায় কি-না সে চেষ্টা করার বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে, আগামীতে আগের চেয়ে বেশি সেট প্রশ্নপত্র ছাপানো, পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিট আগে বোর্ড থেকে কেন্দ্র সচিবকে প্রশ্নের নির্ধারিত 'সেট কোড' জানানো, বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ছাপিয়ে বিশেষ প্যাকেটে কেন্দ্রে পৌঁছানোসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, 'একেক বোর্ডে একেক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। পরীক্ষার আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব। এসএসসি পরীক্ষায় আধঘণ্টা আগে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা রুমে ঢোকার পর কোন সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। বর্তমানে দুই সেট প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হলেও এইচএসসি পরীক্ষায় আরও বেশি সেট প্রশ্ন ছাপার চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে।'

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে করণীয় নির্ধারণ করতে গতকাল বেলা ১১টায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষামন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিইসি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সোহেল রহমান, একই বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস, চৌধুরী মুফাদ আহমেদ ও জাবেদ আহমেদ।

বৈঠক সূত্র জানায়, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ডে আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ একটি বোর্ডের প্রশ্ন ফাঁস হলেও অন্য বোর্ডের পরীক্ষায় তার কোনো প্রভাব পড়ে না। বৈঠকে তিন থেকে চার সেট প্রশ্ন ছাপানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

৬ সিদ্ধান্ত : সভায় আলোচনা করা হয়, আসন্ন এইচএসসির সব প্রশ্নপত্র এরই মধ্যে বিজি প্রেস থেকে ছাপিয়ে জেলা ট্রেজারিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে স্বল্প এ সময়ের মধ্যে বিজি প্রেসে নতুন সেট প্রশ্নপত্র কোনোভাবেই ছাপানো সম্ভব নয়। তাই সেনাবাহিনীর প্রেসে বাড়তি সেট প্রশ্ন ছাপানোর চেষ্টা করবে মন্ত্রণালয়।

সভা সূত্র আরও জানায়, এবারের এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আধঘণ্টা আগে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ছিল। আগে ট্রেজারি থেকে কেবল এক সেট প্রশ্ন কেন্দ্রে নেওয়া হতো। এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে সরকারি ট্রেজারি থেকে সব সেট প্রশ্ন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিট আগে বোর্ড থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বা কেন্দ্র সচিবকে জানিয়ে দেওয়া হবে, কোন সেটের প্রশ্নে ওইদিন পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিজি প্রেস থেকে পরীক্ষার কেন্দ্র পর্যন্ত প্রশ্নের নিরাপত্তায় পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক আলাদা প্যাকেট করা হবে। প্যাকেটের ওপরে বিশেষ নিরাপত্তা ডিভাইস লাগানো হবে। কেউ প্যাকেট খুললেই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বার্তা চলে যাবে।